21

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 20 OCT 1994
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষার উপযোগী করা হউক

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ হইতে গত সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকজন ছাত্রছাত্রী একটি সাংবাদিক সম্মেলন করিয়াছে। এখানে তাহারা ৭ দফার একটি দাবীনামা পেশ করিয়াছে। এই দাবীগুলির মধ্যে রহিয়াছে, ছাত্র-ছাত্রীদের উপর ধার্যকৃত ভ্রমণ কর মওকুফ, সহজ পন্থায় ভারতে টাকা প্রেরণের ব্যবস্থা, দীর্ঘমেয়াদী ছাত্রভিসা প্রদান, পশ্চিমবঙ্গে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যা সমাধানের জন্য কলিকাতায় একটি দপ্তর খোলা, ছাত্র-ছাত্রীদের ইচ্ছামত স্থল ও বিমানপথে আসা-যাওয়ার সুযোগ দান এবং কলিকাতায় তাহাদের জন্য একটি হোস্টেল নির্মাণ। তাহারা আরো বলিয়াছে, দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনার পরিবেশ নাই বলিয়া তাহারা ভারতে পড়াশুনা করিতে গিয়াছে। তবে সেখানেও সমস্যার অন্ত নাই।

উন্নত ও উচ্চতর শিক্ষার জন্য ছাত্র-ছাত্রীরা বিদেশে যাইবে ইহাই স্বাভাবিক। সকলেই ইহা সমর্থন করে। দেশের তরুণ-তরুণীরা যদি উন্নত জ্ঞান নিয়া দেশে ফিরিয়া আসে তাহা হইলে দেশেরই লাভ। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বা ভারতে অধ্যয়নরত যে ছাত্র-ছাত্রীরা সাংবাদিক সম্মেলন করিয়াছে তাহাদের বিষয়টি ভিন্ন। তাহারা উন্নত কিংবা উচ্চতর শিক্ষার জন্য ভারতে যায় নাই, দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ নাই বলিয়াই তাহারা ভারতে গিয়াছে। ইতিপূর্বে শোনা গিয়াছিল, ভারতে অধ্যয়নরত এরূপ ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা হাজার হাজার। তবে ভারতেই নয়, দেশে শিক্ষার পরিবেশ ব্যাহত হওয়ায় অভিভাবকদের সামর্থ্য অনুযায়ী আরো কয়েক সহস্র ছাত্র-ছাত্রী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র-ছাত্রীরা তাহাদের সমস্যা অনুযায়ী দাবী উত্থাপন করিয়াছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীরাও বিভিন্ন সমস্যায় আক্রান্ত। তবে ভারত অত্যন্ত দরিদ্র ও আমাদের মত পশ্চাৎপদ বিধায় সেখানে সমস্যা তীব্রতর, যাহা উন্নত দেশে কম।

এই দাবীর কোন কোনটি বাংলাদেশ সরকার করিতে পারেন। তবে অবশিষ্ট দাবীগুলি পূরণের দায়িত্ব ভারত সরকারের সরকার এ ব্যাপারে আলোচনা করিতে পারে। অন্যান্য দেশে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যা মোকাবিলায়ও একই নীতি অনুসৃত হইবে, ইহাই স্বাভাবিক।

ভারত ও অন্যান্য দেশে যে ছাত্র-ছাত্রীরা অত্যন্ত নিরূপায় হইয়া পড়াশুনা করিতে গিয়াছে তাহারা যাহাতে শীঘ্র দেশে ফিরিয়া দেশের প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনা করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করার উপর গুরুত্ব আরোপ করি। সংসদে রাজনীতিবিহীন বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার আইন পাস করা হইলে, আমাদের বিশ্বাস, দেশে এরূপ অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবে এবং অধ্যয়নের জন্য বিদেশে গমনকারী ছাত্র-ছাত্রীরা পিতা-মাতার কাছে থাকিয়াই পড়াশুনা করিতে পারিবে। দেশ ও আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের কথা চিন্তা করিয়া রাজনৈতিক দল ও তাহাদের সংসদ সদস্যরা বিষয়টি বিবেচনা করিবেন ইহা আমাদের প্রত্যাশা।